## অনগ্রসর শ্রেণির অগ্রসর-চিন্তা থেকে-ই কি সংরক্ষণ?

## না কি পুরোটাই বিশাল ধাপ্পা?

**প্রবীর ঘোষ**

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ আসন তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত রাখার সংবিধান সংশোধনী সব রাজনৈতিক দলের ইচ্ছেয় গৃহীত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রচার চালাচ্ছে, যে তারা অনগ্রসর শ্রেণিকে উন্নত অবস্থায় তুলে আনতে আগ্রহী। তাদের দাবিগুলো কতটা আন্তরিক একটু দেখা যাক। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং কুম্ভিরাশ্রু ফেলছেন কি না—সেটাও একটু যাচাই করে দেখা যাক।

রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০০৫, ৭ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে 'মানব উন্নয়ন রিপোর্ট' প্রকাশ করে। মানব উন্নয়ন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপর রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে সেইসব দেশের সরকারের সহযোগিতায়। সেই রিপোর্টে ভারতের অবস্থা কী একটু দেখা যাক।

* রাষ্ট্রসংঘের ১৭৭টি সদস্য দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১২৭ নম্বরে। গত বছরেও অবস্থান ছিল ১২৭ নম্বরে।
* প্রতিদিন ভারতের ৫ কোটি মানুষ অনাহারে থাকে।
* একবেলা খায় ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ লোক।
* পৃথিবীর সর্বাধিক অভুক্ত শিশুর বাস ভারতে।
* পৃথিবীর সমগ্র অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত মানুষের অর্ধেকের বাস ভারতে।
* এদেশের প্রতি ১১ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু ৫ বছরের মধ্যে মারা যায়।
* শতকরা ৫৮ ভাগ শিশু ভিক্ষা ক'রে, শ্রম বিক্রি ক'রে, দেহ বিক্রি ক'রে বেঁচে আছে।
* ৪০ কোটি মানুষ নিরক্ষর।
* ২০ কোটি শিশু স্কুলে যায় না।
* ৫০ কোটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ নেই।
* ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ গরীব। তার মধ্যে ৩০ শতাংশ মানুষের অবস্থান দারিদ্রসীমার নীচে।
* প্রতি বছর ১ কোটি চাষি ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে মারা যায়।

এই যখন বাস্তব চিত্র, তখন ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এই অবস্থা পাল্টে পৃথিবীর প্রথম ১০০টি দেশের মধ্যে থাকার আন্তরিক চেষ্টা না করে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের জন্য ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং-বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য অর্ধেক আসন সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার হলেন কেন? তপশিলি জাতি-জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর (ওবিসি) শ্রেণির জন্য নিজের দলের সাংসদদের সিট সংরক্ষণের দাবি তুললেন না কেন? অর্জুন সিং (সিংহ) বুঝেছিলেন সর্বময়কর্ত্রী ম্যাডামের কাছে এমন দাবি করলে ম্যাডাম আবার ইঁদুর বানিয়ে লেজটি ধরে ডাস্টবিনে ফেলে দিতেন।

দলিত দরদি সংরক্ষণের দাবিদার রাজনৈতিক দলগুলো সংরক্ষণ নিয়ে যখন এতটাই সোচ্চার তখন নিজের দলে সংরক্ষণ চালু করছে না কেন? তেমনটা করলে আমাদের উচ্চবর্ণের সোনিয়া গান্ধি, মনমোহন সিং, বৃন্দদেব ভট্টাচার্যের জায়গায় দেখতে পেতাম পিছড়ে বর্গের মানুষদের। মুখে আর কাজে কেন এই ভন্ডামী? আসল সত্যটা এই—হিন্দি বলয় থেকে কংগ্রেস বিতাড়িত। সেখানে রাজ করছে প্রধানত 'ওবিসি' বা 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি'। এই 'ওবিসি' শ্রেণিকে তুষ্ট করতে-ই তাদের জন্য ২৭% সংরক্ষণের ঘোষণা। তাইতেই উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষিত আসন মোট আসনের অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে।

**যাদব-জাঠ ইত্যাদি ভূস্বামী বা সামন্তপ্রভুরা নিজেরাই আজ রাজনৈতিক শক্তি। ওদের হাতে-ই হিন্দি বলয়ে দলিত-অন্ত্যজরা বারবার লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যার শিকার।** এ-সব জেনেও কংগ্রেস চাইছে যেন-তেন-প্রকারেণ 'ওবিসি' ভোটব্যাঙ্কের কিছুটা লুটতে। হিন্দি বলয়ের কিছু রাজ্যে সামনে-ই বিধানসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় কোনও রাজনৈতিক দল-ই সংরক্ষণ বিষয়ে কংগ্রেসের নীতির বিরোধীতা করতে সাহস পায়নি।

**স্বয়ম্ভর গ্রাম, সমবায়, স্বনির্ভর প্রকল্পকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল-ই এইসব প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত দলিতদের 'উগ্রপন্থী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'মাওবাদী' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করতে চাইছে।** নেপালে স্বয়ম্ভর গ্রাম, সমবায় ইত্যাদি আন্দোলনের হাত ধরে **'People's Democracy'-র বিশাল অগ্রগতি দেখে যথেষ্ট চিন্তিত ভারতের রাষ্ট্রশক্তি।** জাত-পাতের লড়াইকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায় আন্দোলনকে শেষ করতে চাইছে। দলিতদের উন্নততর সাম্য চিন্তাকে সমাধি দিতে চাইছে।

সংরক্ষণের নামে রাষ্ট্রশক্তির এই বিশাল ধাপ্পা ও ষড়যন্ত্রকে স্পষ্ট করে চিনে নিন। সংরক্ষণ কখনই দলিতদের উন্নততর সাম্য দেবার বিকল্প নয়।